প্রথম আলো
তারিখ ...1 6 JAN 2007 ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

সম্পাদকীয়

মঙ্গলবার ১৬ জানুয়ারি ২০০৭, ৩ মাঘ ১৪১৩

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ

শিক্ষাকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে

প্রায় তিন মাস ধরে দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষাজীবনে অনেক ক্ষতি হয়েছে, যা কিছু কিছু শিক্ষার্থীর কাছে অপূরণীয় বলে মনে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৫ দিন কোনো ক্লাস হয়নি, প্রায় পাঁচ শ পরীক্ষা স্থগিত হয়েছে; শিক্ষার্থীরা ভুগেছেন নিরাপত্তাহীনতায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সন্ত্রস্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে, শিক্ষার্থীদের সিংহভাগই বাড়ি চলে গিয়েছিলেন এই বলে যে নির্বাচনের আগে তাঁরা আর ফিরবেন না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়—কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্ষতিকর প্রভাবের বাইরে থাকেনি। সব কটিতেই ক্লাস ও পরীক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সেশন জট বেড়েছে এমনকি সঠিক সময়ে নতুন শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই নয়, স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসতে শুরু করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এখন ছাত্রদল-ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পাশাপাশি টেবিলে বসে চা খাচ্ছেন, গল্পগুজব করছেন; তাঁদের মধ্যে কোনো উত্তেজনা আর দেখা যাচ্ছে না। আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রলীগের কর্মী-সমর্থকদের প্রবেশ আটকাতে ছাত্রদলের ক্যাডারদের পাহারাও এখন আর নেই।

আমরা সব সময় বলে এসেছি যে, রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারগুলো যদি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র ও শিক্ষকসমাজকে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার মানসিকতা ত্যাগ করে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এই দুর্দশা থেকে অবশ্যই রক্ষা করা সম্ভব। জরুরি অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র এভাবে বদলে যাওয়া থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া গেল। যে মুহূর্তে রাজনৈতিক স্বার্থের জায়গাটি নিষ্ক্রিয় হয়েছে, সেই মুহূর্ত থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে বিভিন্ন পক্ষের আচরণ ইতিবাচকভাবে বদলে গেছে। প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন আসার কথা। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও এমন উপলব্ধি আসার কথা যে তাঁরা ও তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় আর বিবদমান রাজনৈতিক পক্ষগুলোর কাছে জিম্মি নয়।

জরুরি অবস্থা চিরকাল থাকবে না। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন আবারও দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় সে ব্যবস্থা এখনই করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দলীয় লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সমাজের মধ্যে এই মত প্রবল যে, শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে রাখা দরকার। রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের লেজুড় ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনগুলোর নেতাদের এটা বোঝা উচিত। ছাত্ররাজনীতির নামে সিট দখল, হল দখল, টেন্ডারবাজি, ক্যাডারতন্ত্র বন্ধ করতে হবে। সেশন জট বেড়ে গেছে, তা পুষিয়ে নিতে হবে। সে কারণে আর কোনো অবস্থাতেই যেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস, পরীক্ষা বাধাগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি।